বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ২০১৩ : আইন ও সালিশ কেন্দ্র-এর পর্যালোচনা

সম্মানিত সুধী ও সাংবাদিক বন্ধুগণ

ইংরেজি নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা জানবেন। প্রতি বছরের মতো এবারও সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর পর্যালোচনা আপনাদের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরছি। দেশের বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমে প্রচারিত মানবাধিকার সম্পর্কিত সংবাদ এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পর্যবেক্ষণসহ মানবাধিকার লংঘনের ঘটনার তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

২০১৩ সালের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যালোচনায় দেখা যায়– মানবাধিকারের প্রধান দুই ভাগের মধ্যে একটিতে; অর্থাৎ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের কিছু ক্ষেত্রে ইতিবাচক অগ্রগতি হয়েছে। এ বছরে ক্ষুধা সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভালো অবস্থানে রয়েছে বলে বিশ্বের খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে প্রভাবশালী গবেষণা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনিস্টিটিউট (ইফপ্রি) বিশ্বের ক্ষুধা সূচক প্রতিবেদনে প্রকাশ করে। ২০১৩ সালে এই সূচকে ১১ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। একই সময়ে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) তাদের খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক বৈশ্বিক অবস্থা নিয়ে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাতে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতিকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছে। এ ছাড়া শিক্ষার হার বৃদ্ধি, মাতৃমৃত্যুর হার ও দারিদ্র হ্রাস পাওয়াসহ মানব উন্নয়ন সূচকের অনেকগুলো অর্জন বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান উন্নত করেছে। '৭১ এর যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকা এ বছরের সবচেয়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হয়। ২০১৩ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে বিশেষ অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। এ বছরে মানবতাবিরোধী আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল মোট ৯টি রায় প্রদান করে এবং উচ্চ আদালতে আপিলসহ বিচারের চূড়ান্ত পর্যায় শেষে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে প্রমাণিত জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি কাদের মোল্লার দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হয়। অন্যদিকে মানবাধিকারের আরেকটি সূচক; নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি না হলেও এ ক্ষেত্রেও কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়। এই পদক্ষেপগুলোর মধ্যে– সরকার কর্তৃক দেশের হিজড়া জনগোষ্ঠীকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান, জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের আলোকে শিশু আইন-২০১৩, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩, পিতা-মাতার ভরণপোষণ আইন-২০১৩, নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন-২০১৩, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩, জাতীয় নদী রক্ষা আইন-২০১৩ প্রণয়ন উল্লেখযোগ্য।

এতদসত্ত্বেও ২০১৩ সালে সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল চরম উদ্বেগজনক। বছরব্যাপী ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকা রাজনৈতিক সহিংসতা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। '৭১ এর যুদ্ধাপরাধের বিচারের রায় ও জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে সৃষ্ট রাজনৈতিক বিরোধকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী বিভিন্ন সহিংস কর্মকাণ্ড ও নাশকতার ঘটনা ঘটে। বিশেষ করে বাস-ট্রাকসহ বিভিন্ন যানবাহনে ব্যাপকহারে আগুন লাগানো ও পেট্রোল বোমা নিক্ষেপে সাধারণ মানুষের প্রাণহানি এবং রেল, থানা, পুলিশফাঁড়ি ও বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ সরকারি বিভিন্ন স্থাপনায় অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর আক্রমণ, বেধড়ক মারপিট, জখম ও অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। ১৮ দলীয় জোটের লাগাতার হরতাল-অবরোধের সময় জামায়াত-শিবিরের ককটেল ও বোমা বিস্ফোরণ, প্রতিপক্ষের লোকজনকে খুন-জখম, হাত-পায়ের রগ কাটা, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুরসহ বিভিন্ন নাশকতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত যুদ্ধাপরাধের দায়ে জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর দণ্ডাদেশ ঘোষণায় জামায়াত-শিবির ও তাদের সমর্থকদের তান্ডব ভয়ানক রূপ ধারণ করে। বিভিন্ন যানবাহনে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপের কারণে এবং বোমা বানাতে গিয়ে দগ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিকেলসহ দেশের সাতটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৯৭ জনের মধ্যে ২৫ জন মারা যান। অপরদিকে বিরোধীদলের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি মোকাবেলায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে গ্রেফতার, আটক ও গুলি বর্ষণসহ অতিমাত্রায় বল প্রয়োগের ঘটনায় অনেক প্রাণহানি হয়। ২০১৩ সালে দেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন; বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের উপাসনালয়, বাড়িঘর ও দোকানপাটে আগুন দেওয়া, ভাঙচুর, লুটপাট এবং প্রতিমা ভাঙচুরের অসংখ্য ঘটনা ঘটে। এসব সহিংসতার খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে বছরের বিভিন্ন সময় গণমাধ্যমের কর্মীরা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর রোষানলে পড়েন এবং হত্যাসহ সাংবাদিক নির্যাতনের অনেক ঘটনা ঘটে। মতিঝিলে হেফাজতের সমাবেশের বিষয়ে মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার'-এর প্রকাশিত প্রতিবেদনে তথ্য বিকৃতির অভিযোগে সংগঠনটির সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান শুভ্রকে গত ১০ আগস্ট ডিবি পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার এবং পরে তাকে পাঁচ দিনের রিমাণ্ডে নেওয়ার ঘটনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। এছাড়া বিগত বছরগুলির মতো এ বছরেও গুম, গুপ্তহত্যা, ক্রসফায়ার ও বন্দুকযুদ্ধের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত ছিল। ২০১৩ সালে বিনা বিচারে আটক, পুলিশের নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা ছিল বিশেষভাবে লক্ষনীয়। বিগত বছরগুলোর ন্যায় এ বছরেও ঘটেছে নারী নির্যাতনের অনেক ঘটনা। এ বছরে মানবাধিকারকর্মী মাহমুদা খাতুন মায়ার অপহৃত হওয়ার ঘটনাটি ছিল মানবাধিকারকর্মীদের কাজের ক্ষেত্রে উদ্বেগজনক একটি ঘটনা। ৬ ফেব্রুয়ারি আইন ও সালিশ কেন্দ্রের এই কর্মী দায়িত্বরত অবস্থায় দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক অপহরণের শিকার হন। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সদস্যদের সহযোগিতায় মায়াকে দীর্ঘ ৩৬ ঘন্টা পর উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

২০১৩ সালের সবচেয়ে বিপর্যয়কর ঘটনা হচ্ছে সাভারের 'রানা প্লাজা' ভবন ধসে সহস্রাধিক শ্রমিক নিহত এবং অসংখ্য শ্রমিক আহত ও চিরতরে পঙ্গু হওয়ার ঘটনা। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ ও তাদের জীবনের নিরাপত্তার বিষয়টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আলোচিত-সমালোচিত হয়। তাছাড়া এ বছরে পিলখানা হত্যাকান্ডের রায়ে এক সাথে ১৫২ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ ঘোষণা স্মরণাতীতকালের নজিরবিহীন ঘটনা। অন্যদিকে বহুল আলোচিত বিশ্বজিৎ দাস হত্যা মামলার

রায়ে অভিযুক্ত ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে ৮ জনের মৃত্যুদণ্ড এবং ১৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা চাপের মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত এ বছরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় র‍্যাবের গুলিতে পা হারানো নিরপরাধ কিশোর লিমনের বিরুদ্ধে র‍্যাবের দায়ের করা দুটি মিথ্যা মামলা তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এছাড়া ২৭ আগষ্ট মাদারীপুর শহরের যৌনপল্লীতে হামলা, ভাংচুর, লুটপাট এবং যৌনকর্মীদের মারধর ও লাঞ্ছিত করাসহ তাদের নিজস্ব জায়গা থেকে উচ্ছেদ করার ঘটনা জীবন ও বাসস্থানের অধিকার লংঘনের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সমালোচিত হয়।

গুম-গুপ্তহত্যা

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অপেক্ষাকৃত নতুন সংযোজন গুম বা গুপ্তহত্যা। অপহরণ, নিখোঁজ, গুম বা গুপ্তহত্যার প্রায় সব ঘটনার ক্ষেত্রে দেখা যায়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে সাদা পোশাকের লোকজন জোরপূর্বক কাউকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর কয়েকদিন ধরে তিনি নিখোঁজ থাকেন এবং এর পর কোনো একদিন হঠাৎ করে কারও গলিত পচা লাশ উদ্ধার হয়। আবার দীর্ঘদিন ধরে কোনো প্রকার খোঁজই মেলে না। অর্থাৎ নিখোঁজদের অনেকেই গুম হয়ে যাচ্ছেন অথবা গুপ্তহত্যার শিকার হচ্ছেন। অধিকাংশ ঘটনায় অপহৃত, নিখোঁজ বা নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী; বিশেষত র‍্যাব ও ডিবি'র বিরুদ্ধে এসব ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তুললেও সাধারণত এ ক্ষেত্রে সরকারের তরফ থেকে কোনো প্রেস নোট প্রদান বা কোনো প্রকার দায়-দায়িত্ব স্বীকারসহ গুম বা গুপ্তহত্যা রোধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা কিংবা তদন্ত কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয় না। দেশের জাতীয় দৈনিকগুলোয় গুম বা গুপ্তহত্যা বিষয়ে প্রকাশিত খবরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৩ সালে এ ধরনের ঘটনার শিকার হয়েছেন মোট ৫৩ জন। এর মধ্যে ৫ জনের লাশ উদ্ধার হয়েছে, ৩ জনকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়েছে মাত্র ২ জন মুক্তি পেয়েছেন এবং বাকিদের এখন পর্যন্ত কোনো খোঁজ মেলেনি।

২৭ নভেম্বর রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে লাকসাম উপজেলা বিএনপির সভাপতি এবং সাবেক এমপি সাইফুল ইসলাম হিরু, বিএনপির লাকসাম পৌরসভার সভাপতি হুমায়ুন কবির পারভেজ এবং বিএনপির আরেক নেতা জসিম উদ্দিনকে লাকসাম থেকে একটি অ্যাম্বুলেন্সে কুমিল্লায় যাওয়ার পথে কালো পোশাকধারী একদল লোক তাদের অ্যাম্বুলেন্সটি থামিয়ে দিয়ে অন্য একটি গাড়িতে তাদের উঠিয়ে নিয়ে যায়। পরে অপহৃত তিনজনের মধ্যে জসিম উদ্দিনকে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে র‍্যাব এবং তিনি বর্তমানে কারাগারে আছেন। তবে এখনও পর্যন্ত সাবেক এমপি সাইফুল ইসলাম হিরু এবং বিএনপি নেতা হুমায়ুন কবির পারভেজের কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি।

১১ মে সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে ৬টার দিকে রাজধানীর সেগুনবাগিচাস্থ নুর মসজিদের পেছনের গলি থেকে ডিস ব্যবসায়ী মোঃ ফকরুল ইসলামকে ৮/১০ জন র‍্যাব সদস্য (পোশাক পরিহিত) 'র‍্যাব-৩' লেখা একটি গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যায় বলে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ও ফকরুলের পরিবারের সদস্যরা দাবি করেছেন। এ ঘটনায় ফকরুলের পরিবারের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, র‍্যাব-৩ ও ১, রমনা থানা, ডিবি কার্যালয়সহ বিভিন্ন স্থানে আবেদন-নিবেদন করা হলেও অদ্যাবধি তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। ২৬ মে রাজধানীর গুলিস্তানের গোলাপশাহ মাজারের সামনে থেকে ঢাকা মহানগর ৫৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের যুগ্ম-আহবায়ক রহুল আমিনকে ধরে নিয়ে যায় ডিবি পুলিশ পরিচয়ে সাদা পোশাকধারী লোকজন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রহুল আমিন গোলাপশাহ মাজারের কাছে একটি দোকানে চা পান করছিলেন। সেসময় একটি সাদা মাইক্রোবাসে করে ৪/৫ জন লোক আসে। তারা ডাক দিলে রহুল এগিয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে গাড়িতে তুলে নেয় সাদা পোশাকধারীরা। এর পর রুহুল আমিনের আর কোনো খোঁজ মেলে নি। অন্যদিকে ২৬ জুন থেকে নিখোঁজ রয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র নুরুল আমিন। নিখোঁজের বড় ভাই আল আমিন জানান, ঐদিন রাত আনুমানিক ৮টার দিকে গুলশান থানার সামনে থেকে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাদা পোশাকধারী সদস্যরা তার ভাইকে আটক করে। ২৮ জুলাই পরিবারের সদস্যরা সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নিখোঁজ নুরুল আমিনের সন্ধান দাবি করলেও অদ্যাবধি তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

বিচার বর্হিভূত হত্যাকান্ড, নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে বিচারবর্হিভূত হত্যাকান্ড বন্ধে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হলেও সরকারের শেষ বছরে এসেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ক্রসফায়ার, বন্দুকযুদ্ধ, গুলিবিনিময় ও এনকাউন্টারের নামে রাষ্ট্রীয় মোড়কে হত্যাকান্ড এবং থানা-পুলিশসহ বিভিন্ন হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যুর ঘটনা অব্যাহত ছিল। ২০১৩ সালে আইন-শৃঙ্খলা বহিনী কর্তৃক বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের শিকার হন মোট ৭২ জন। এর মধ্যে র‍্যাবের ক্রসফায়ারে ২৪ জন, পুলিশের ক্রসফায়ারে ১৭ জন, বিজিবি'র ক্রসফায়ারে ১ জন, পুলিশ হেফাজতে শারীরিক নির্যাতনে ২৬ জন এবং র‍্যাব ও পুলিশের যৌথ নির্যাতনে ১ জনের মৃত্যু হয়।

১ জুলাই রাজধানীর গুলিস্তানস্থ গোলাপশাহ মাজার এলাকায় গভীর রাতে ডিবির সাথে বন্ধুকযুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন ইয়াছিন নামের এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করার পর ৬ জুলাই তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। ৩১ জুলাই রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে রাজধানীর উত্তরার কাওলা এলাকায় র‍্যাবের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে যুবলীগ নেতা জাহিদ সিদ্দিকী তারেকসহ ২ জন নিহত হন। একই তারিখে ভোররাতে নড়াইল শহরের হেলিপ্যাড-এলাকায় গভীর রাতে র‍্যাবের ক্রসফায়ারে নিহত হন পারভেজ নামে ছাত্রলীগের এক কর্মী। অন্যদিকে কুষ্টিয়ায় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব-১২) সদস্যরা ইকবাল হোসেন নামে এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে পিটিয়ে হত্যা করে বলে তার বড়ভাই হাফিজুর রহমান অভিযোগ করেন। অন্যদিকে জমি কেনা-বেচা কেনার মধ্যস্থতাকারী শামীম সরদার এবং মোঃ সাইফুল ইসলামকে ৫ জুন হেমায়েতপুরস্থ মোল্লা ফিলিং স্টেশন সংলগ্ন একটি দোকানের সামনে থেকে সাভার থানার এ.এস.আই আকিদুল ইসলামসহ কয়েকজন পুলিশ সদস্য জোরপূর্বক একটি মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়। পরে ওই গাড়িতে করে বিভিন্ন স্থানে ঘোরানোর পর শামীমকে হেমায়েতপুর ট্যানারী পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে নির্মমভাবে নির্যাতন করে। পরদিন শামীমের মৃতদেহ ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের মর্গে পাওয়া যায়। এ ঘটনায় পুলিশের ঢাকা রেঞ্জের অতিরিক্ত উপ-মহাপরিদর্শক মিজানুর রহমান এবং ঢাকা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

ফারুক হোসেনকে প্রধান করে দুটি তদন্ত কমিটি করা হয়। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় যে, পুলিশের দুই কর্মকর্তা ও তিন কনস্টেবলের বিরুদ্ধে হত্যা, মারধর, চাঁদা দাবি ও চুরির অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায় এবং টাকা চেয়ে না পেয়েই পুলিশের ওই সদস্যরা শামীমকে পিটিয়ে হত্যা করে। ১ সেপ্টেম্বর বরিশাল শেরে-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে চিকিৎসাধীন হাজতি জামসেদ হাওলাদার ওরফে জাসেমের রহস্যজনক মৃত্যু হয়। নিহতের পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেন, মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) এস.আই হেলালউদ্দিন গ্রেফতার করার পর তাকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে। ১৭ নভেম্বর কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানা হেফাজতে জাফর নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়। পুলিশ তার কাছে ৩০ হাজার টাকা উৎকোচ দাবি করে এবং টাকা না পেয়ে জাফরকে শারীরিক নির্যাতনে হত্যা করা হয়েছে বলে তার পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন।

রাজনৈতিক সহিংসতা ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

২০১৩ সালে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ছিল খুবই উদ্বেগজনক। এ বছরে যুদ্ধাপরাধের বিচারের রায় ও জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে সৃষ্ট রাজনৈতিক বিরোধকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সহিংস কর্মকান্ড ও নাশকতার ঘটনা ঘটে। ১৮ দলীয় জোটের ডাকা লাগাতার হরতাল-অবরোধের সময় জামায়াত-শিবিরের সহিংসতা; বিশেষত ককটেল ও বোমা বিস্ফোরণ, পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ এবং ভাংচুর, অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন নাশকতামূলক কর্মকান্ড চরম আকার ধারণ করে। অপরদিকে বিরোধীদলের বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি মোকাবেলায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক নির্বিচারে গ্রেফতার, আটক গুলি বর্ষণসহ অতিমাত্রায় বল প্রয়োগের ঘটনা ঘটে। প্রধান বিরোধী দল বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় দীর্ঘদিন ধরে অবরুদ্ধ করে রাখা হয় এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের হামলাসহ কার্যালয়ের ভেতরে ঢুকে দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলামসহ ১৪৫ জন নেতা-কর্মীকে আটক করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক বিরোধীদলের সভা-সমাবেশে বাধা দান, জামায়াত-শিবিরের ঝটিকা মিছিলে গুলি, গণগ্রেফতার ও আটকের ঘটনা রাজনৈতিক সহিংসতাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। ২০১৩ সালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সংঘর্ষ, ক্ষমতাসীন দলের সাথে বিরোধীদল এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলসহ মোট প্রায় ৮৪৮টি রাজনৈতিক সংঘাতের ঘটনা ঘটে। এসব রাজনৈতিক সংঘাতে মোট ৫০৭ জন নিহত এবং প্রায় ২২,৪০৭ জন আহত হন। নিহতদের মধ্যে ১৫ জন পুলিশ সদস্য ও দুইজন বিজিবি সদস্য রয়েছেন।

২৯ ডিসেম্বর ১৮-দলীয় জোটের ডাকা 'গণতন্ত্রের অভিযাত্রা' কর্মসূচির সমর্থনে জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের একাংশের সমাবেশে এবং সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গনে বিরোধীদল সমর্থিত আইনজীবীদের ওপর পুলিশের উপস্থিতিতে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীরা দফায় দফায় হামলা করে। সরকার সমর্থিত বহিরাগত লোকজন সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে ঢুকে নারী আইনজীবীসহ অন্যদেরকে বেধড়ক মারপিট করে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক জলকামান ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশও এই কর্মসূচিতে যোগ দিতে গিয়ে হামলার শিকার হন।

২৫ নভেম্বর দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন থেকে এ পর্যন্ত ১৮-দলীয় জোটের ডাকে লাগাতার রাজপথ-রেলপথ-নৌপথ অবরোধ কর্মসূচি চলাকালে দেশের বিভিন্নস্থানে সহিংসতায় শতাধিক মানুষ নিহত হন। এর মধ্যে ২৬ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত হরতাল-অবরোধের সময় ৭৫ জন এবং ১০-১৩ ডিসেম্বর যুদ্ধাপরাধের দায়ে জামায়াতের ইসলামীর নেতা কাদের মোল্লার দন্ডাদেশ কার্যকর করা নিয়ে সহিংসতা ও সংঘর্ষের ঘটনায় ৩০ জন নিহত হয় (*প্রথম আলো, ১৬ ডিসেম্বর*)। এ সময়কালে দেশের প্রায় ৫০টি জেলাতে সহিংসতার ঘটনা ঘটলেও সবচেয়ে বেশি সহিংস পরিস্থিতি ছিল সাতক্ষীরায়। জামায়াত-শিবিরের ভয়াবহ তান্ডবে সারাদেশ থেকে এ জেলা কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। গাছ কেটে ও রাস্তা খুড়ে মাইলের পর মাইল রাস্তা বন্ধ করে রাখাসহ বিভিন্ন সহিংস কর্মকান্ডের ফলে সাতক্ষীরাবাসী জামায়াত-শিবিরের হাতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা খুঁজে খুঁজে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী ও হিন্দুদের বাড়িঘরসহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক হামলা, ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে এবং আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের ১১ জন নেতা-কর্মীকে হত্যা করে। পাশাপাশি আওয়ামী লীগ ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা জামায়াত ও বিএনপির নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা-নির্যাতনসহ তাদের বাড়িঘর ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে বলে অভিযোগ রয়েছে। সহিংসতা মোকাবেলায় শেষ পর্যন্ত সাতক্ষীরায় যৌথ বাহিনীর অভিযান শুরু হয়। গত ১৫ ডিসেম্বর এ অভিযান চলাকালে যৌথ বাহিনীর গুলিতে পাঁচজন নিহত হন।

২৮ ফেব্রুয়ারি মানবতাবিরোধী আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কর্তৃক যুদ্ধাপরাধের দায়ে জামায়াতের নায়েবে আমীর দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর ফাঁসির রায়কে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে জামায়াত-শিবিরের সহিংসতাসহ আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনায় ৩৭ জন নিহত হন। এ দিন জামায়াত শিবিরের কর্মীরা চার পুলিশকে পিটিয়ে এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জে ছাদ থেকে ফেলে একজন প্রকৌশলীকে হত্যা করে এবং দেশের বিভিন্নস্থানে জামায়াত-শিবিরের সাথে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সংঘর্ষে সাধারণ মানুষ ১২ জন, জামায়াত-শিবিরের ১৪ জন, বিএনপির ২ জন এবং আওয়ামী লীগের ২ জন নিহত হন। এছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির প্রধান কার্যালয়ে জামায়াত-শিবিরের ভয়ানক তান্ডবসহ ভাংচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ; গাইবান্ধার বামনডাঙ্গা রেল স্টেশনে আগুন ও পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে হামলা, বগুড়ায় পুলিশের অস্ত্র লুট এবং ফেনীতে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইনের ফিশপ্লেট খুলে ফেলায় মহানগর গোধূলি ট্রেন লাইনচ্যুত হয়।

৩ মার্চ বগুড়া শহরতলীর বিভিন্ন পাড়া-মহল্লার মসজিদের মাইকে 'চাঁদে দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর মুখ দেখা যাচ্ছে' বলে ঘোষণা দিয়ে সাধারণ মানুষকে রাস্তায় নেমে আসার আহবান জানানো হয়। এ ঘোষণার পর থেকে জামায়াত-শিবির ও তাদের সমর্থকরা লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বগুড়া শহর ও আশেপাশের উপজেলায় ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। দফায় দফায় হামলা, ভাংচুর, লুটপাটসহ অগ্নিসংযোগ করে থানা, পুলিশ ফাড়ি, রেল স্টেশন, উপজেলা পরিষদ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাড়িঘর, প্রতিপক্ষীয় রাজনৈতিক নেতাদের বাড়ি, দলীয় কার্যালয় এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কার্যালয়। এ দিনের সংঘর্ষে নিহত হন ১২ জন। এ ঘটনায় বিপুল সংখ্যক নারী ও শিশুকে মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত জামায়াত-শিবিরের সহিংসতায় নিহত হন ৮২ জন। এ সময়কালের মধ্যে ২৫টি উপজেলার ৩৫

সরকারি দপ্তর ও ১০টি সরকারি গাড়িতে ভাংচুরসহ ও আগুন দেয়া হয় এবং মহাসড়কের পাশে প্রায় ৩০ হাজার বড় বড় গাছসহ বিভিন্ন স্থানের রাস্তা কাটা হয়।

৫ মে হেফাজতে ইসলামের ডাকে ঢাকা অবরোধ এবং পরে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে সমাবেশকে ঘিরে ওইদিন দপুর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে হেফাজতে ইসলামের কর্মীদের ব্যাপক সংঘর্ষ ও সহিংসতায় একজন পুলিশসহ মোট ২২ জন নিহত হয় বলে পত্র-পত্রিকা সূত্রে জানা যায় *(প্রথম আলো, ৭ মে)*। মতিঝিলের সমাবেশে অংশ নিতে আসার পথে হেফাজত কর্মীরা মতিঝিল, পল্টন ও ফুলবাড়িয়া এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও আওয়ামী লীগের কর্মীদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এ সময় ব্যাপক তান্ডব চালায় হেফাজতের কর্মীরা। পুরানা পল্টন এলাকায় সিপিবি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়, হাউজ বিল্ডিং ভবন, জনতা ব্যাংকসহ বিভিন্ন বেসরকারী ব্যাংকের বুথ এবং মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, ধংসযজ্ঞ চালানো হয়। কোরআন শরীফে আগুন দেয়াসহ পল্টন-গুলিস্থানের ফুটপাতের দোকানগুলোতে আগুন লাগানোর ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা নিঃস্ব হয়ে যায়। অন্যদিকে হেফাজতে ইসলামের নেতা-কর্মীদের অনির্দিষ্টকালের জন্য সমাবেশস্থলে অবস্থান নেয়ার ঘোষণায় তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দিতে গভীর রাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গুলি, পেপার স্প্রে, ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরদিন ৬ মে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জ অংশের বিভিন্ন এলাকায় এবং চট্টগ্রামের হাটহাজারী ও বাগেরহাটে হেফাজত কর্মীদের সাথে পুলিশ-র‍্যাব-বিজিবির সংঘর্ষে ২৭ জন নিহত হন। নিহতদের মধ্যে দুজন পুলিশ, বিজিবির দুজন, সেনাবাহিনীর একজন এবং কয়েকজন হেফাজতের কর্মীসহ সাধারণ মানুষও রয়েছেন। এ দিনের সংঘর্ষে হেফাজত কর্মীরা বিভিন্ন সড়কে গাছ ফেলে অবরোধ করে এবং পুলিশ ফাঁড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনা ও সড়কে আগুন দেয়। ৬ মে হেফাজত কর্মীরা ট্রেনে করে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে ফেরার পথে রাত আনুমানিক সাড়ে ১০টার দিকে কুমিল্লা রেল স্টেশনে ২০-২৫ জনের একটি দল লাঠিসোঁটা ও চাপাতি নিয়ে ট্রেনে উঠে ট্রেন থেকে হেফাজতের কয়েকজন কর্মীকে নামিয়ে এলোপাথারি মারধর করে। এতে গুরুতর আহত দুজনকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৭ মে মতিউর রহমান নামে একজন হেফাজত কর্মী মারা যান *(প্রথম আলো, ৮ মে)*। উল্লেখ্য, হেফাজতে ইসলামের সমাবেশসহ অন্যান্য কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক মাদ্রাসা ছাত্র ও শিশুদের মানব ঢাল ব্যবহার করা হয়।

এছাড়া দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী মোস্তফা হাওলাদার গত ৭ ডিসেম্বর গভীর রাতে পিরোজপুরের নিজবাড়িতে ঘুমন্ত অবস্থায় দুর্বৃত্তদের হামলায় গুরুতর জখম হওয়ার পর ৯ ডিসেম্বর ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। মোস্তফা হাওলাদারের ছেলে হাফিজুল দাবি করেছেন, বিএনপি-জামায়াতের লোকজন তাঁর বাবার ওপর হামলা করেছেন। ১২ ডিসেম্বর লক্ষীপুর জেলা শহরে র‍্যাবের সাথে ১৮-দলীয় জোটের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষের ঘটনায় নিহত ৫ জনের মধ্যে জেলা যুবদলের নেতা ইকবাল মাহমুদ জুয়েলের লাশ গুম করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠে। প্রত্যক্ষদর্শীরা সাংবাদিকদের জানান, ওইদিন দুপুর আড়াইটার দিকে র‍্যাবের একটি হেলিকপ্টার পুলিশ লাইনে অবতরণ করে এবং ৩টা ৮ মিনিটে ঐ এলাকা ত্যাগ করে। এর আগে লক্ষীপুর-চৌমুহনী মহাসড়ক অংশে ১৮ দলের কর্মীরা র‍্যাবের চারটি গাড়ি ঘিরে ফেলে। র‍্যাবের সঙ্গে থাকা মাইক্রোবাসে জুয়েলের লাশ তুলে নিয়ে গুম করা হয়েছে বলে তার পরিবার ও প্রত্যক্ষদর্শীরা অভিযোগ করেন।

এ বছরে অবরোধকারীদের অন্যতম টার্গেট ছিল ট্রেনে নাশকতা। দেশের বিভিন্ন স্থানে ট্রেনের বগিতে আগুন, ফিসপ্লেট খুলে ফেলা ও লাইন উপড়ে ফেলাসহ ট্রেনে নাশকতার অনেক ঘটনা ঘটে। ৪ ডিসেম্বর ১৮-দলীয় জোটের অবরোধে গাইবান্ধার বোনারপাড়ায় রেললাইনের ফিসপ্লেট খুলে ফেলার কারণে পদ্মরাগ এক্সপ্রেস লাইন চ্যুত হয়ে ৪ জন যাত্রী প্রাণ হারান এবং অর্ধশতাধিক যাত্রী আহত হন।

সংখ্যালঘু নির্যাতন

২০১৩ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইবুনাল কর্তৃক যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও রায়কে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু নির্যাতন; বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের উপাসনালয়, বাড়িঘর, দোকানপাটে আগুন দেওয়া এবং প্রতিমা ভাংচুরসহ লুটপাট, চাঁদাবাজি, শারীরিক নির্যাতনের অসংখ্য ঘটনা ঘটে। যার অধিকাংশ ঘটেছে ধর্মান্ধ মৌলবাদী গোষ্ঠী ও জামায়াত-শিবিরসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মদদে। অন্যদিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার ব্যাপারে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট দায়িত্বশীল পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায় নি। বিভিন্ন সময় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের আশঙ্কার বিষয়ে আগে থেকেই আঁচ করা গেলেও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ আগাম সর্তকতা হিসেবে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে হামলাকারীরা নির্বিঘ্নে এতো সহিংস ঘটনা ঘটাতে পেরেছে।

এ বছরে হিন্দু সম্প্রদায়ের ২৭৮টি বাড়িঘরে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ, ২০৮টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুর এবং মন্দির-উপাসনালয় ও প্রতিমা ভাংচুরের ৪৯৫টি ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া সংখ্যালঘু আহমদিয়া মুসলিম জামায়াতের ওপরও হামলা-নির্যাতনের অনেক ঘটনা ঘটে।

২৮ ফেব্রুয়ারি মানবতাবিরোধী আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কর্তৃক জামায়াত নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ডের রায় ঘোষণার পর ঐ দিন বিকালে চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলা সদরের জলদী বাজারে ব্যাপক হামলা চালিয়ে উপজেলা কার্যালয়, উপজেলা আদালতসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক হামলা, লুটপাট চালিয়ে আগুন দেয়া হয়। হামলাকারীরা জলদী বাজারের হিন্দুদের প্রায় ৫০টি দোকানপাট ভাংচুর ও লুটপাট করে এবং অন্তত ১০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। ঘটনা নিয়ন্ত্রণে পুলিশ গুলি চালালে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কয়েকশ হামলাকারী বাজারের নিকটবর্তী মহাজনপাড়ার শীলবাড়ির ৬টি পরিবারের তিনটি টিনের ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় এবং এক ব্যক্তিকে কুপিয়ে হত্যা করে। এসব হামলার ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত অদ্বৈতানন্দ মন্দিরের পক্ষ থেকে ১টি সহ মোট ৯টি মামলা হয় এবং উপজেলা চেয়ারম্যানসহ মোট ৩০ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

সাঈদীর রায়ের পর জয়পুরহাট জেলার সদর থানা এলাকার মাধাইনগর বাজারে জামায়াতে ইসলামের কয়েকশ লোক মিছিলসহ বাজারে ঢুকে প্রায় ৩০টি দোকান ভাংচুর করে এবং দোকানের ক্যাশবাক্সের টাকা-পয়সাসহ সব মালপত্র লুট করে নিয়ে যায়। একই দিন নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ থানাধীন রাজগঞ্জ বাজারেও স্থানীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বেশ কিছু বাড়িতে হামলা চালানো হয়। এ সময় হামলাকারীরা বাড়িঘর ভাংচুর, লুটপাট করে এবং ১৩টি বাড়িসহ তিনটি মন্দিরে আগুন দেয়। হামলা প্রতিহত করতে আসা পুলিশের সাথে হামলাকারীদের সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে একজন নিহত ও একজন মারাত্মকভাবে জখম হয়। এ ঘটনার পরে হামলাকারীরা আরও একটি হিন্দু পাড়ার প্রায় ১১টি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। রাতে তারা দূরবর্তী কালিরহাট বাজারের কালীমন্দিরে হামলা করে মন্দিরের দেয়াল গুড়িয়ে দিয়ে মন্দিরে আগুন দেয়। এ ঘটনায় প্রায় পঞ্চাশের অধিক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর থানাধীন ফলদা গ্রামে ১২০ বছরের প্রাচীন ফলদা কেন্দ্রীয় সার্বজনীন শ্রী শ্রী কালীমন্দিরে গত ১ এপ্রিল রাতে আগুন দেওয়া হয়। এতে মন্দিরঘরসহ এর ভেতরের ছোট বড় ২৫টি প্রতিমা পুড়ে যায়। পরে স্থানীয় যুবলীগের এক নেতার বিরুদ্ধে এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগ করেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন। স্থানীয় সংসদ সদস্য খন্দকার আসাদুজ্জামন ওই মন্দির দেখতে গেলে তার সঙ্গী ছিল সন্দেহভাজন ওই ব্যক্তি। এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করায় এমপি সাহেবের লোকজন তার সমানেই হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে ধমক দেয়। ২৭ অক্টোবর ১৮-দলীয় জোটের হরতাল চলাকালে লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রামের সফিনগর বাজারে হরতাল সমর্থকরা হামলা করে। হামলাকারীরা বেছে বেছে হিন্দু সম্প্রদায়ের ১৬টি দোকান এবং একটি মুসলিম সম্প্রদায়ের দোকানে হামলা করে। দোকানগুলোর মালামাল লুট করা হয় এবং দোকানের আসবাবপত্র বাইরে বের করে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এ ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় পাটগ্রাম থানাকে অবহিত করলেও পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো সহযোগিতা পাওয়া যায় নি এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে হামলার ১দিন পরে আসে বলে অভিযোগ রয়েছে। ২ নভেম্বর পাবনা জেলার আতাইকোলা থানাধীন বনগ্রাম এলাকার হিন্দু সম্প্রদায় অধ্যুষিত বনগ্রাম পূর্বপাড়া (সাহাপাড়া), কামারগাড়ী রোডস্থ ঘোষপাড়া ও গার্লস স্কুল রোডের হিন্দুপাড়াগুলোর বাড়িঘর ও মন্দিরে এবং বনগ্রাম বাজার এলাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের কিছু দোকানে হামলা, ভাংচুর ও লুটপাট সংঘটিত হয়। এতে প্রায় ৩৪টি পরিবারের শতাধিক ঘর এবং ৫টি মন্দির ক্ষতিগস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্তরা সকলেই আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এ ঘটনায় স্থানীয় বিএনপি-জামায়াত এর পাশাপাশি আওয়ামী লীগের স্থানীয় সমর্থকদের একাংশের সংস্পৃক্ততার বিষয়ে অভিযোগ উঠেছে। জামায়াত নেতা আব্দুল কাদের মোল্লার দণ্ডাদেশ কার্যকর হওয়ার পর থেকে সাতক্ষীরা সদর, দেবহাটা, আশাশুনি, কালীগঞ্জ, কলারোয়া ও তালা উপজেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে জামায়াত-শিবিরের ক্যাডাররা। গত ১২ থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ওই অঞ্চলে এমন আক্রমণের শিকার হয়েছে হিন্দুদের ৩৬টি বাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান।

৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ আহমদিয়া মুসলিম জামায়াতের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানে হামলা করে মৌলবাদী গোষ্ঠী। পুলিশের উপস্থিতিতেই তারা অনুষ্ঠান প্যান্ডেলে অগ্নিসংযোগসহ বর্বর হামলা চালায় বলে অভিযোগ করেন আহমদিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন।

এছাড়া গাইবান্ধা, চাপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, বগুড়া, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, যশোর, মাগুরা, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জসহ ৩০টিরও বেশি জেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনের বাড়িঘর ও দোকানপাটে আগুন দেওয়া, ভাংচুর, লুটপাট এবং মন্দিরে অগ্নিসংযোগসহ প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটে।

সাংবাদিক নির্যাতন

২০১৩ সালের রাজনৈতিক সহিংসতার অন্যতম শিকার হন গণমাধ্যমের কর্মীরা। বিভিন্ন সময় খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে গণমাধ্যমকর্মীরা সরকার ও বিরোধীদলের রোষানলে পড়েন এবং হত্যা, নির্যাতন ও গ্রেফতারসহ বিভিন্ন হয়রানীর শিকার হন। গত বছরের বহুল আলোচিত সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যাকান্ডের ঘটনায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বারবার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পরও মামলার কোনো অগ্রগতি হয়নি। এ নিয়ে সাংবাদিক সমাজ বিভিন্ন সময় বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে সাংবাদিক নির্যাতনের ওপর প্রকাশিত খবরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ বছরে ৩ জন সাংবাদিক নিহত হন এবং অন্তত ২৮০ জন সংবাদকর্মী বিভিন্নভাবে বিভিন্নজনের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন। এর মধ্যে ৪৩ জন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা, ৫৬ জন সন্ত্রাসী দ্বারা, ১৪১ জন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যদের দ্বারা এবং হেফাজত ইসলাম কর্তৃক ২৪ জন সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হন। ৫ মে রাজধানীর পল্টনে পুলিশ ও হেফাজতে ইসলামের মধ্যে সংর্ঘষের সময় পুলিশের গুলিতে আহত সাংবাদিক ফারহান পরবর্তীতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। ২১ নভেম্বর রাত সাড়ে আটটার দিকে জামায়াত-শিবিরের কর্মীরা সাতক্ষীরা জেলার দেবহাটা উপজেলার পারুলিয়া বাজারে কুপিয়ে হত্যা করেন দৈনিক জন্মভূমির দেবহাটা উপজেলা প্রতিনিধি আবু রায়হানকে। ২০১৩ সালে সবচেয়ে আলোচিত হয় ৬ এপ্রিল ঢাকায় হেফাজতে ইসলাম কর্তৃক ইটিভির রিপোর্টার সাদিয়া শারমীনের ওপর অমানবিক নির্যাতনের ঘটনা। হেফাজতে ইসলামের ৫ মে এর সমাবেশেও ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়ার প্রায় ১৪ জন সাংবাদিকের ওপর হামলা চালান হেফাজতের কর্মীরা। গত ২০ জুলাই শনিবার দুপুরে নিজ কার্যালয়ে ইনডিপেনডেন্ট টেলিভিশনের দুই সংবাদকর্মী ইমতিয়াজ মোমিন ও মহসীন মুকুলকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে পটুয়াখালী-৩ আসনের সরকারদলীয় সাংসদ গোলাম মাওলা রনি। ২৮ মার্চ যশোরের অভয়নগর উপজেলার প্রথম আলো প্রতিনিধি মাসুদ আলমের ওপর ৯/১০ জন সন্ত্রাসী হামলা চালিয়ে হাত-পা ভেঙ্গে ফেলাসহ তাকে মারাত্মকভাবে জখম করে। ২৭ জুলাই ময়মনসিংহের নান্দাইলে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার নান্দাইল উপজেলা প্রতিনিধি মোঃ শাহ আলম ভূইয়ার ওপর হামলা চালিয়ে হাত ভেঙ্গে দেন উপজেলা আওয়ামী লীগের কর্মীরা। এছাড়া মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনালের বিচারকের স্কাইপ কথোপকথন প্রকাশ এবং রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে 'আমার দেশ' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে গত ১১ এপ্রিল তাঁর পত্রিকা কার্যালয় থেকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাকে আদালতের মাধ্যমে ১৩ দিন রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করার অভিযোগ

ওঠে। ওইদিন আমার দেশ পত্রিকার প্রকাশনাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। অবশ্য, বিভিন্ন সময়ে 'আমার দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত নানা ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংবাদ সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করাসহ সংঘর্ষ ও নাশকতামূলক কর্মকান্ডকে উস্কে দিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে নাস্তিকতা বিষয়ক তথ্য প্রচার করে উগ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীকে ক্ষেপিয়ে তোলা।

নারী নির্যাতন

বিগত বছরগুলোর মতো এ বছরেও নারী উত্যক্তকরণ, সালিশের নামে ফতোয়া, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন ও গৃহকর্মী নির্যাতনসহ নারী নির্যাতনের অনেক ঘটনা ঘটে। দেশের নারী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর অব্যাহত আন্দোলনের কারণে নারী নির্যাতনের অনেক ঘটনার ক্ষেত্রে মামলা হলেও মূলত বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতার ফলে ঘটনার সংখ্যা ও ভয়াবহতা কমছে না।

ধর্ষণ-গণধর্ষণ

২০১৩-এর শুরুর দিকে ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ঘটনা ও এর ভয়াবহতা বেড়ে যাওয়ার বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচিত হয় এবং এ বিষয়ে দেশব্যাপী নারী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোর প্রতিবাদসহ বিভিন্ন আন্দোলন-কর্মসূচি অব্যাহত থাকে। ২০১৩ সালে মোট ৮১২ জন নারী ধর্ষণ ও গণধর্ষণের শিকার হন। এর মধ্যে ধর্ষণ পরবর্তী সময়ে ৮৭ জনকে হত্যা করা হয় এবং আত্মহত্যা করেন ১৪ জন। ৫ জানুয়ারি রাজধানীর শাহ আলীর ঝিলপাড় বস্তির চাদনীকে ধর্ষণসহ নির্যাতনের পর হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় শিশু চাঁদনীর লাশ নিয়ে স্থানীয় লোকজন ক্ষুব্ধ হয়ে মিছিলসহ সড়ক অবরোধ করে। ১৯ জানুয়ারি নিখোঁজ থাকার পাঁচ দিন পর রাজধানীর তোপখানা রোডের ট্রপিক্যাল টাওয়ার নামের একটি বহুতল ভবনের শৌচাগার থেকে ১০ বছরের শিশু রিতু আক্তারের রক্তাক্ত ও অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করা হয়। শিশুটির পরিবারের অভিযোগ, রিতুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ২৪ জানুয়ারি বিকাল সাড়ে ৩টার দিকে মানিকগঞ্জে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের মানরা এলাকায় গার্মেন্টস কর্মী এক যুবতীকে চলন্ত বাসে ধর্ষণ করে ওই বাসের চালক দিপু মিয়া ও হেলপার আবুল কাশেম। এছাড়া মানিকগঞ্জের সিঙ্গাইরে উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষের এক ছাত্রী বান্ধবীর সাথে ঢাকার সাভারে বেড়াতে এসে ধর্ষণের শিকার হন। ধর্ষণকারীরা ধর্ষণের চিত্র ভিডিও ক্যামেরায় ধারণ করে বাজারে ছেড়ে দেয়। এ ঘটনার তরুণীর মা থানায় মামলা করলে পুলিশ অভিযুক্ত ৪ জনকে গ্রেফতার করে। ২০ ফেব্রুয়ারি সাভারের কমলাপুর এলাকায় ওয়াহিদা নামে এক তরুণীকে গণধর্ষণের পর পাশবিক নির্যাতনসহ শ্বাসরোধ করে হত্যা করে গাছের সঙ্গে লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়।

৭ ডিসেম্বর অবরোধের মধ্যরাতে যশোরের মনিরামপুর উপজেলায় বাবা ও ছেলেকে এক ঘরে আটকে রেখে মা ও মেয়েকে গণধর্ষণ করা হয়। রাত ১২ টার দিকে ৮-১০ জনের একটি দল ওই বাড়ির মধ্যে ঢুকে সবাইকে ঘুম থেকে তুলে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে বাবা ও ছেলের সামনে মা ও মেয়েকে ধর্ষণ করে এবং ধর্ষণকারীরা বাড়ির স্বর্ণালংকার, মুঠোফোন সেটসহ মুল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে যায়।

উত্যক্তকরণ, যৌন হয়রানী ও নির্যাতন

বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় ২০১৩ সালেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন কর্মস্থলে যৌন নিপীড়ন ও বখাটেদের দ্বারা নারী উত্যক্তকরণের ঘটনা ঘটেছে। এ বছরে সবচেয়ে আলোচিত হয় কুষ্টিয়ার স্কুল শিক্ষক হেলাল উদ্দিন ও তার সহযোগিদের দ্বারা এলাকার স্কুল ছাত্রীসহ কয়েকজন নারীর সাথে ফুসলিয়ে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তাদের মেলামেশার দৃশ্যগুলি ভিডিও ধারণ করে পাড়া-মহল্লায় ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা। গত জুন থেকে জুলাই মাসের মধ্যে সংঘটিত এসব ঘটনার ভিডিও দৃশ্যগুলি ভুক্তভোগীদের পরিবার এমনকি শিশু-কিশোরদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ায় এলাকায় 'সামাজিক বিপর্যয়' দেখা দেয়। এ ঘটনায় আসকসহ স্থানীয় বিভিন্ন নারী সংগঠনগুলোর প্রতিবাদ ও আন্দোলন কর্মসূচির কারণে অভিযুক্তরা গ্রেফতার হয়। কিন্তু কয়েকদিন পরেই মূল অভিযুক্ত হেলাল উদ্দিন ছাড়া পায় এবং তাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বদলি করা হয়। ফলে এ ক্ষেত্রে আশানুরূপ কোনো অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হয়নি।

ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলার চরপাতা ইউনিয়নে এক সংখ্যালঘু গৃহবধূর ওপর যৌন ও শারীরিক নির্যাতন চলছে দেড় বছর ধরে। অভিযুক্ত জসিম মোল্লা এলাকায় খুব প্রভাবশালী ও স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান হারেস মোল্লার ছেলে হওয়ায় গৃহবধুর স্বামী ও প্রতিবেশীদের কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পান না। গত ১৩ সেপ্টেম্বর গৃহবধূর স্বামী খুব সকালে কাজে চলে গেলে ছুরি দিয়ে খিড়কি খুলে ওই গৃহবধুর ঘরে ঢোকে জসিম। তখন গৃহবধূর চিৎকারে কয়েকজন প্রতিবেশী এগিয়ে আসলেও তাদের সামনেই তাকে চড়, কিল, ঘুষি, লাথি মারে জসিম। জসিমের বিরুদ্ধে মামলা করায় ওই নারীকে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের হুমকি দেওয়া হয়। ২১ জুলাই বরিশালের গৌরনদী উপজেলার বার্থী গ্রামের গৃহবধূ ঈষিতা আক্তার রানীকে তাঁর শ্বশুর, শাশুড়ি ও ননদ জামাই আলমগীর ও দেবর আল-আমিন ও আবুল হাসান রড দিয়ে পিটিয়ে জখম করে এবং ইস্ত্রি গরম করে শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছ্যাকা দেয়। এই অমানুষিক নির্যাতনের এক পর্যায়ে রাণী মারা গেলে তার মুখে বিষ ঢেলে এলাকায় আত্মহত্যার প্রচারণা চালানো হয়। অন্যদিকে প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ায় গত ২২ অক্টোবর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে জখম করে রাকিবুল ইসলাম ওরফে লিমন। ৩ জানুয়ারি ঝালকাঠির রাজাপুরে বি.এম কলেজের এক ছাত্রীকে রড দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে আদনান হোসেন নামে এক যুবক। দীর্ঘদিন ধরে আদনান তাকে বিভিন্ন কুপ্রস্তাব দিয়ে আসছিল। এসব প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় কলেজে যাওয়া-আসার পথে সে নিয়মিত ঐ ছাত্রীকেও উত্যক্ত করতো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগে ওই বিভাগেরই এক ছাত্রী অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় মামলা করেন। ওই ছাত্রীর সহপাঠীরা গত ১৬ ফেব্রুয়ারি সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান ও অনুষদের ডিনের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করতে গেলেও তারা তা গ্রহণ করেন নি। ১০ অক্টোবর খুলনার রূপসা সেতু এলাকায় মেয়েদের উত্যক্ত করার প্রতিবাদ করায় রাজু বেপারি নামের এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করে বখাটেরা।

সালিশ ও ফতোয়া

ফতোয়ার নামে বিচারবহির্ভূত শাস্তি প্রদান অসাংবিধানিক ও অপরাধমূলক কর্মকান্ড বলে হাইকোর্টের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও বিগত বছরের মতো ২০১৩ সালেও ফতোয়া ও সালিশের মাধ্যমে নির্যাতিত হয়েছেন অনেক নারী। ২০১৩ সালে সালিশ ও ফতোয়ার মাধ্যমে ২১ জন নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে থানায় মাত্র ৫টি মামলা হয়। সালিশ ও ফতোয়ার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতিত হয়েছেন ৭ জন, গ্রামছাড়া বা সমাজচ্যুত হয়েছেন ৩ জন এবং নির্যাতিত হওয়ার পর আত্মহত্যা করেছেন ৩ জন। এছাড়া ২০১৩ সালে ৬টি হিল্লা বিয়ের ঘটনা ঘটে।

এসিড নিক্ষেপ, পারিবারিক নির্যাতন এবং গৃহকর্মী নির্যাতন

বিগত বছরের মতো ২০১৩ সালেও নারী ওপর এসিড নিক্ষেপ, যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন এবং গৃহপরিচারিকা নির্যাতনের ঘটনা অব্যাহত ছিল। এ বছরে এসিড নিক্ষেপের শিকার হন ৪৪ জন নারী, যার মাত্র ১৬টি ঘটনায় থানায় মামলা হয়। অপরদিকে যৌতুকসহ পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হন ৭০৩ জন নারী; যার মধ্যে ৩৬১টি ঘটনায় মামলা হয়। এ ছাড়া ৭৮ জন গৃহকর্মী (নারী) নির্যাতনের শিকার হন, যার মধ্যে মাত্র ২৪টি ঘটনায় মামলা হয়।

সীমান্ত হত্যা ও নির্যাতন

এ বছরে ভারতের সীমান্ত প্রহরী বিএসএফের গুলিতে নিহত হয়েছেন অনেক নিরীহ নাগরিক। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ২০১৩ সালে সীমান্ত হত্যা ও নির্যাতনসহ মোট ৩৩৫টি ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে হত্যার শিকার হয়েছেন ২৬ জন, শারীরিক নির্যাতনে আহত হয়েছেন ৮৪ জন এবং সীমান্ত থেকে অপহরণের শিকার হয়েছেন ১৭৫ জন। সীমান্তে হত্যা ও নির্যাতন বন্ধে বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে দফায় দফায় বৈঠক হলেও কোনো সমাধান হয়নি। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সীমান্ত হত্যা ও নির্যাতন নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হলেও এ ধরনের ঘটনা নিরসনের জন্য গৃহীত সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থা পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে পারেনি। ১১ জুলাই মুম্বাই থেকে দেশে ফেরার পথে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার আঙরাইল সীমান্ত চৌকির কাছে ছয় বছরের শিশুপুত্রের সামনেই এক বিএসএফ সদস্য কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হন বাংলাদেশী এক নারী। ৯ জানুয়ারি মিয়ানমার সীমান্তে নাসাকা বাহিনীর গুলিতে নাফ নদীতে নিহত হন টেকনাফ উপজেলার গুদামপাড়া এলাকার জেলে ফারুক। অন্যদিকে ভারতীয় বিএসএফের নিজস্ব আদালত জেনারেল সিকিউরিটি ফোর্সেস কোর্টে ২০১১ সালের বহুল আলোচিত ফেলানী হত্যার বিচারের রায় ঘোষণা করা হয় এ বছরের ৫ সেপ্টেম্বর। রায়ে অভিযুক্ত বিএসএফ সদস্য অমিয় ঘোষকে নির্দোষ ঘোষণা করায় দেশে-বিদেশে নিন্দার ঝড় ওঠে প্রহসনের এই বিচার নিয়ে। যদিও রায় পুনর্বিবেচনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ।

মত প্রকাশ ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার

মত প্রকাশের অধিকার সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হলেও এ বছরের বিভিন্ন সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে বিরোধীদলগুলোর সভা-সমাবেশে বাধা দান এবং বিভিন্ন গণমাধ্যম বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইবুনালের বিচারকের স্কাইপ কথোপকথন প্রকাশের অভিযোগে গত ১১ এপ্রিল 'আমার দেশ' পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। ৫ মে মতিঝিলে হেফাজত ইসলামের সমাবেশের সরাসরি সম্প্রচারের সময় দিগন্ত ও ইসলামিক টিভি নামে দুটি বেসরকারী টেলিভিশনের সম্প্রচার পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়া হয়। অপরদিকে তথ্য অধিকার আইন পাসের পর প্রায় ৪ বছর পার হলেও তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন হয়নি। সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তথ্য কর্মকর্তাদের তথ্য প্রদানে নেতিবাচক মনোভাব বিদ্যমান রয়েছে। এছাড়া টিভি টক শোর ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে সরকারের বিধি-নিষেধ, অযৌক্তিক উক্তি, বিরোধীদলের সমাবেশের সরাসরি সম্প্রচার বন্ধ করে দেওয়া এবং ইন্টারনেট, ইউটিউব ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করেছে।

শ্রমিকের অধিকার

২০১৩ সালের সবচেয়ে বিপর্যকর ঘটনা হচ্ছে ২৪ এপ্রিল সাভারের রানা প্লাজা ধসে ৬ টি গার্মেন্টস কারখানার ১১৩৪ জন শ্রমিক নিহত ও প্রায় আড়াই হাজার শ্রমিকের আহত হওয়া। নিহত ও আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের বিষয়টি সবসময় উপেক্ষিত হলেও রানা প্লাজার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট স্বপ্রণোদিত একটি রুল জারি করে। এ ঘটনায় মামলা দায়ের ও ভবনের মালিক রানাকে গ্রেফতার করা হলেও এখন পর্যন্ত চার্জশিট প্রদান করা হয়নি। এছাড়া ৮ অক্টোবর পলমল গ্রুপের আসওয়াদ কম্পোজিট কারখানায় অগ্নিকান্ডের ঘটনায় আরও ৭ জন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করে। ২০১২ সালে তাজরীন গামেন্টসে অগ্নিকান্ডে ১১২ জন শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনায় দায়েরকৃত মামলার অগ্রগতিও সন্তোষজনক নয়।

গার্মেন্টস শিল্পে গত বছরের মতো এ বছর জুড়েও ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি, শ্রমিক ছাঁটাই, বকেয়া বেতন ইত্যাদি দাবিতে দেশের বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিক অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ আন্দোলন অব্যাহত ছিল। উপরন্তু ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সৃষ্ট অসন্তোষের ফলে বিক্ষোভের সময় শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষে ১৮ নভেম্বর ২ জন শ্রমিক নিহত হন। কারখানার কর্মপরিবেশ, কর্মস্থলে শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিধানে বিজিএমইএসহ সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতার বিষয়টি এখনও কার্যকর হয়নি।

অভিবাসী শ্রমিক

এ বছরে অভিবাসী শ্রমিকদের সংকট নিরসনে সরকার কর্তৃক সংসদে 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী বিল ২০১৩' পাস করার ফলে এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। তথাপি বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় এক শ্রেনীর অসাধু রিক্রুটিং এজেন্সি ও তাদের দালালচক্রের

মাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্রতারণার ঘটনা ঘটেই চলেছে। এ বছরে মালেশিয়ায় নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে মাত্র একদিনে ৩৮৭ জন বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিককে আটকের ঘটনাটি একটি উদ্বেগজনক ঘটনা। এছাড়া সাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও বিদেশে জেল খাটাসহ অভিবাসী শ্রমিকদের নানা হয়রানী নির্যাতনের ঘটনা ছিল উল্লেখযোগ্য।

বাসস্থানের অধিকার

বাসস্থানের অধিকার সংবিধানের অন্যতম মৌলিক অধিকার বলে স্বীকৃত হলেও ২০১৩ সালে কোনোরকম নোটিশ ও পুনর্বাসন ছাড়াই অনেক বস্তি ও বাসস্থান উচ্ছেদের ঘটনা ঘটে। ১৭ অক্টোবর হাজারীবাগ বালুর মাঠ বস্তিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বস্তিতে অবস্থিত প্রায় ৪৭৫টি ঘর পুরোপুরি ভস্মিভূত হয়। বস্তিবাসীদের অভিযোগ, স্থানীয় প্রভাবশালীরা সরকারি জমিতে ঘর তৈরি করে নিম্নআয়ের মানুষের কাছে ভাড়া দিলেও তারাই আবার বস্তি উচ্ছেদের জন্য পরিকল্পিতভাবে আগুন ধরিয়ে দেয়। ৭ আগষ্ট রংপুর নগরীর রাজেন্দ্রপুর শালমারা এলাকায় রংপুর জেলা প্রশাসন দীর্ঘ ৪০ বছর ধরে সরকারি খাস জমিতে বসবাসকারী ১৫টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের কোনো ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করে। উচ্ছেদের আগে তাদেরকে কোন নোটিশ না দিয়ে মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যেই নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পুলিশ ফোর্স দিয়ে জোর করে উচ্ছেদ করা হয়।

আদিবাসীদের অধিকার

ক্ষমতাসীন সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি এখনও মেলে নি। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াও কার্যত থেমে আছে এবং পার্বত্য ভূমি কমিশনের কার্যক্রমও গতিশীল হচ্ছে না। সেনাবাহিনী ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রচ্ছন্ন সহযোগিতায় পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থানরত বাঙ্গালীদের দ্বারা আদিবাসীদের বাড়িঘরে হামলা, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে বাধা প্রদান, নারী ও শিশুদের ওপর যৌন হয়রানি, ভূমি দখল ও উচ্ছেদসহ নির্যাতনের অনেক অভিযোগ উঠেছে। এ ধরনের বড় একটি ঘটনা হচ্ছে- ৩ আগস্ট খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার তাইন্দংয়ে আদিবাসী পাহাড়ীদের প্রায় শতাধিক বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও ভাংচুরের ঘটনা। এ ঘটনায় আদিবাসী ১৬২টি পরিবার উদ্বাস্তু হয়ে গভীর জঙ্গলে ও ভারত সীমান্তের জিরো পয়েন্টে আশ্রয় নেয়। পরবর্তী সময়ে প্রশাসনের সহযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্তররা তাদের নিজ গ্রামে ফিরে আসেন।

দেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে আমরা সরকারের আরো কার্যকর ভূমিকা প্রত্যাশা করি। নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে জনগণের যে প্রত্যাশা থাকে সে অনুযায়ী সরকারের উচিত মানবাধিকারের একটি সর্বজনগ্রাহ্য মান বজায় রাখা। কিন্তু আমরা প্রায়শ লক্ষ্য করি, ক্ষমতাসীনরা বিগত সরকারের সমালোচনা করে তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করে এবং অন্যদিকে বিরোধীদলও কার্যকর কোনো ভূমিকা পালন না করে শুধুমাত্র সরকারের সমালোচনা করেই তাদের দায়িত্ব শেষ করে। আমরা আশা করি এই প্রবণতা কাটিয়ে উঠে সরকার ও বিরোধীদল উভয় পক্ষই মানবাধিকার রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে।